দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ - 6 MAY 2017
পৃ-৩

অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে গফরগাঁও টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

তিনটি দোকান ভাড়া নিয়ে তাতে দুটি শ্রেণিকক্ষ আর একটি অফিস কক্ষ বানিয়ে চালানো হচ্ছে গফরগাঁও টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ। নেই কোনো নিজস্ব শিক্ষক, ব্যবহারিক ক্লাস ও পরীক্ষার জন্য ল্যাবও নেই। কলেজের কেরানি, ল্যাব প্রদর্শক ও একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক ও দুই/তিনজন ভাড়াটিয়া শিক্ষক দিয়ে চলছে ক্লাস।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গফরগাঁও টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজটি ২০০৪ সালে খালেক-আমিন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে কলেজে ১৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতিবছর মাসিক বেতন, ফরম পূরণ, বার্ষিক চাঁদা ও দোকানঘর ভাড়া বাবদ প্রায় ১০ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়। কলেজের নিজস্ব কোনো ভবন নেই। পৌর শহরের জামতলা মোড়ের আব্দুল খালেক ভেণ্ডারের তিনটি দোকানঘর ভাড়া নিয়ে কলেজটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে কোনো নিজস্ব শিক্ষক নেই। অতিথি শিক্ষক দিয়েই চালানো হচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পাস করা মুজাহিদুল ইসলামের বিধি মোতাবেক কারিগরি কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনের যোগ্যতা না থাকলেও খণ্ডকালীন শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে অধ্যক্ষ পরিচয় দিয়ে বর্তমানে কলেজ পরিচালনা করছেন। কলেজে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত কেউ কলেজ পরিচালনা কমিটির নিয়োগপ্রাপ্ত নন এবং কারিগরি শিক্ষা/অধিদপ্তরের শিক্ষকতার অনুমোদনও নেই। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও দীর্ঘদিন এমপিও না হওয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক চাকরি ছেড়ে চলে যান। এ অবস্থায় ম্যানেজিং কমিটি ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে কলেজটি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ প্রশাসনের সকল স্তরে বিষয়টি অবহিত করে। এরপরও কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কলেজটির একাডেমিক স্বীকৃতি বহাল রাখে এবং নিবন্ধনবিহীন ভাড়াটিয়া ও খণ্ডকালীন শিক্ষকরা প্রতিবছর কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি অব্যাহত রেখেছে।

কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, বিষয়টি জানা ছিল না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।